চাই একনিষ্ঠ সংগঠন

০১.০৩.১৯৬৬—গাড়োয়ান

প্রাণহীন, উৎসাহ ও উদ্দেশ্য বিহীন, বিভ্রান্ত আমরা,পথ ও দিশেহারা যাত্রীকের মত এগিয়ে চলছি।আমরা চলছি মৃত্যুর অভিমুখে।এর চেয়ে বড় আশা করার মতন অধিকার এখন আমাদের নেই।আকাঙ্ক্ষায় আমরা আশাপথের দিকে চেয়ে থাকি। চাওয়া পাওয়া যদি সীমায় গিয়ে ঠেকে— সেখানে অতি উঁচু আকাঙ্ক্ষা করা বাতুলতা মাত্র, সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। Elastic এর সাধারণ ধর্ম হোল টানে বাড়া ও কমা। আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার elastic কে টানার মত মানুষ মিলছেনা, সেই রকম জোরদার elasticকে সেই রকম ব্যায়ামবীরই টেনে লম্বা করে। আজ সেই বীরেরই অভাব। যেটাকে হাতী দিয়ে সোজা করা হবে—সেটাকে ছাগল দিয়ে সোজা করা যায় না। আমাদের আকাঙ্ক্ষার elastic ছাগলের হাতে পড়াতে ঐ সীমা ছেড়ে আর যেতে পারছে না। এরকম শুধু elastic ই নয়, বহু গাছ-গাছড়াও যেমন সুযোগ অভাবে বাড়তে পারে না—আমাদের বেলায় অভাবও সুযোগেরই—ঐ একরকম বাড়ে ধেড়ে লম্বা, সেটা চাপে বাড়ে, তাড়াতাড়ি মরার জন্য। আজকের পরিস্থিতিতে আমরা সেইরকম বড় বাড়া বেড়েছি। আর বেশী বাকি নেই। শাস্ত্রে গল্পে আছে— যমরাজার রাজত্বে সবাইকে পুড়িয়ে মারছে ও জিভ টেনে বার করছে। যাকেই মারছে—তাকেই বলছে—তুই অন্যায় করেছিস। এদের হাত থেকে দেশের আর কেউ উদ্ধার পায় নাই। বিচারটা কি? মরাকেই মারছে। তার উপরেই খাড়া। গল্পেই আছে মরাকে মারতে মারতে একবার একজন জীবন্তকে নিয়ে গিয়েছিল। তাজা কিনা, তেজ ছিল বেশী। সমস্ত যমালয়ে 'খেইল' দেখিয়েছিল। যমরাজা উপায় না দেখে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু ক'রল। ক্ষমা কি আর করে? 'তোর অন্যায় সব চেয়ে বেশী—তুই মরাকে মারছিস—তোকে এমন সায়েস্তা করে দিয়ে যাবো, জীবনে আর দুর্বলদের গায়ে হস্তক্ষেপ করতে না হয়। মরারা হোল এমনিতে দুর্বল। তাদের উপর অত্যাচার করে এইভাবে রাজত্ব ফুটানো তোমায় আজ দেখিয়ে দেব। যমালয় আজ জীবালয় করে দেব।' তাই দেখছি— একজন যদি তেজ ও বীর্য্য নিয়ে আত্মোৎসর্গ করে, ঐ রকম সুযোগ নিয়ে ফুটানী করছে— তাদের পুরাপুরি সায়েস্তা করে দেওয়া যায়। আজ দেশে এটারই হোল সব চেয়ে বড় অভাব। মরার উপরে যারা খাঁড়া চালিয়ে যাচ্ছে—তারা কোনদিন বন্ধু হতে পারে না। আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের উপকরণে হস্তক্ষেপ করে—সেই সুযোগ নিয়ে আমাদের পিষে, দাবিয়ে রাখছে। সেখানে কোন compromise (মিটমাট) চলতে পারে না। যে পরিমাণে সায়েস্তা হচ্ছি—সেই পরিমাণে সায়েস্তা ক'রব। এটা আইনসঙ্গত, ন্যায়-সঙ্গত। না করাটাই অন্যায়কারীদের সুযোগ করে দেওয়া। বাবা বলে - ছিলেন ব্যবসার যে মূলধন দিয়েছি—সেই মূলধন ফিরে পাওয়ার জন্য দিনের পর দিন হাটতে শুরু করেছি। যাকে দিয়েছি তিনি আজ না কাল, কাল না পরশু—সেই মতেই যাচ্ছি। তারপর কিছু কিছু দিতে শুরু ক'রল। যৎকিঞ্চিৎ পাওয়াতে এত খুশী হলেন—লাভের চেয়ে কম নয়। ভাবলেন আসলটাতো পাচ্ছি—আর লাভের কথার চিন্তা পরে করা যাবে। লাভ না পেয়ে— আসল পেয়েই যে খুশী! আমাদের এখানে তাই চলছে। টান দিল দৈনন্দিন Ration এ। হাহাকার পড়ে গেল চারদিকে। যেটা আমাদের সহজলভ্য ছিল, আজ টান পড়ল সেই Ration এ। দয়ালু কর্তারা একটু দয়া দেখালেন, Ration একটু বাড়িয়ে দিলেন। আমরা খুশীতে আত্মহারা। আমাদের উপকার করছে! কিন্তু skipping ঠিকই করে যাচ্ছি, ক্লান্ত ঠিকই হয়ে যাচ্ছি। তাকিয়ে দেখলাম ঐ একজায়গাতেই আছি। সহজ-লভ্যের জায়গা থেকে এতটুকুনও এদিক ওদিক আর হচ্ছে না। ঐ জায়গাতেই এনে ফেলবার জন্য আমরাও ব্যস্ত, আর ওরাও সেই জায়গাতেই পৌঁছে দেবার জন্য আস্তে আস্তে ঠেলে দিচ্ছে। খুশীর skipping একজায়গাতেই নৃত্য করছে। একটু চিন্তা করে চারদিকে তাকিয়ে এই রকমই দেখা যাচ্ছে। যেটা ছিল —সেটার থেকেই একটু এদিক ওদিক করে এমন একটি অভাবে নিয়ে দাড়া করায় যে তারপর সবার আরম্ভ হয় চীৎকার। অনশন, ধর্মঘট করছে, হামলা করছে, চারদিকে হৈহল্লা পড়ে গেছে। তাঁরা কৃপা করে অনশন ভাঙ্গাবার জন্য দেশকে শান্ত করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন—যাও Ration বাড়িয়ে দেওয়া হবে, তা নয় Ration ছেড়ে দেওয়া হবে। ভোটের আর বেশী দেরী নেই! আমরা অনশন ভঙ্গ করে, হামলা তুলে, গামছা কাপড় ঝাড়া দিয়ে আনন্দে গা চাপড়াতে চাপড়াতে কি যেন কি একটা জয় করে এলাম। সেই বীর গর্বে বাড়ীতে এল, খুব আনন্দে। দেখলে তো, আমরা কি করতে না পারি। আর তাঁরা কি দেখালেন। গাছের কাঁচকলা তো অনেক কাজে লাগে। সেটা দেখালেও তো অত ঝগড়া হোত না। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের কাঁচকলা দেখিয়ে যে বিদায় দিল এটাই সাংঘাতিক, তাদের পরিকল্পনা successful (সফল) —আবার কিছুদিন ভালভাবে চলতে পারবে। আমরা কি পেলাম? ভালভাবে বসেছিলাম। ধমক দিয়ে ওঠালো—আবার কানে ধরে সেই জায়গাতেই বসিয়ে দিল। আমাদের পুনঃ আসন পাওয়াতেই আমরা খুশী। বাজারের চাল যদি আমরা পাই —সরকার যেন আমাদের কি পাইয়ে দিল! এখন তারা জায়গায় জায়গায় নিজেরা অশান্তি সৃষ্টি করে সেটাকেই আবার নিবারণ করে। ওই হোল এখানকার ফরমুলা। সুতা টানে আর সুতা ছাড়ে। সেটাও অনেক কিছুর সুযোগ নিয়েই করে। সুতা যখন টানতে আরম্ভ করে, তখন কতগুলো পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই করে। তারপর যখন বেসামাল হয়ে পড়ার মত অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়, তখন ছাড়তে শুরু করে, ছেড়ে ছেড়ে goodwill করতে চেষ্টা করে। ঐ সুযোগে যতটা পারে-যার যার বোচ্কা বাঁধতে চেষ্টা করে। এই পরিস্থিতিতে, এই জায়গায় কি করে এখন বাস ও আশাআকাঙ্ক্ষা করা যায়? এখানে কোন কিছু চিন্তা করাটা বিষম ব্যাপার বলে মনে হয়। এখানে গুণের আদর নেই— সৌন্দর্য্যের আদর নেই— এক আদর আছে মুখ চেনার। সেই দেশ বর্জন করতে হয়। ভুরিভুরি জাজ্বল্যমান প্রমাণ আছে। প্রতি মুহূর্তে নিজের দেশের কাজকর্ম গুলির গুণাবলীর জন্য যদি অনুশোচনা, অনুতাপে ভুগতে হয়, সেই দেশের ব্যক্তিদের একমাত্র তাড়াতাড়ি চুল পেকে যাও য়া ছাড়া আর কিছু দাম নেই। এই জ্বালা আজ দেশবাসী নরক যন্ত্রণার মত ভোগ করছে। নরক আর কোথায়? তবু এর মধ্যে যে যে ভাবে পারছে, অর্থ রোজগার করছে। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, যা সহজ সরল পথে অতি সহজে করতে পারতো, আজ তার উল্টো করছে। যারা প্রশংসা ও ভালবাসার অযোগ্য—খাতার পাতায় তাদের প্রশংসা করতে হচ্ছে, ভাল বলতে হচ্ছে। কত বড় বেদনাদায়ক! দেশের সর্বনাশকারীদের অবস্থার পরিচাপে পুরোপুরি প্রশংসা করতে হচ্ছে। এই ভাবে প্রশংসা করে অযোগ্যদের যোগ্যস্থানে রেখে আমরা বড় হরফে তাদের জয়গান করছি, তাদের বিভ্রান্ত করছি। প্রকারান্তরে আমরা অন্যায়কারীদের সমর্থন করছি এবং সমর্থন করার জন্য দেশবাসীদের অনুরোধ করছি। এই জন্য শাস্তি আমাদেরও হওয়া উচিত। আমরাও স্বার্থান্বেষী, শয়তান এবং দেশদ্রোহী। কারণ আমরা নিজেরাও ইচ্ছা করে ভুলে যাই। আমাদের ভুঁড়িটাকে আর একটু বড় করার জন্য আমরা যা খুশী তাই করতে পারি ও করি। শয়তানের কৃপা পাবার জন্য তাদের মাথায় তুলে নেচে নেচে সকলকে পূজা করতে বলবো— এটা আমার ব্যক্তিগত মতের বাইরে। এটা করা উচিত নয়। পত্রিকার উপর মানুষ অনেক নির্ভর করে। নিরপেক্ষতা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আমরা যদি সেখানে গলতি করি, সে অপরাধের হাত থেকে আমরা রেহাই পাব না। যেই করুক—দেশবাসী নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখেন আমাদের গলতি কোথায়। এই জায়গায় কি উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ব, উৎসাহ কার উপর থাকবে, কি চিন্তায় উৎসাহ থাকবে। প্রতিমুহূর্তে অবস্থাগুলো চোখের সামনে দেখে দেখে রক্ত টগবগ করতে থাকে। সেখানে Bloodpressure আরIcebag মাথায় দিয়ে বসা, এই একটি মাত্র কাজ দেখছি। আর একভাবে যাওয়া যায়, যদি ঘানির থেকে তেল এনে সবাইকে দেওয়া যায়— সেই পথ এখন বেশীর ভাগই নিচ্ছে। তাতে গরম হয়েও ঠাণ্ডা হওয়া যায়। সেই পথ বিষের পথ ও অতি নীচুস্তরের পথ। সেটা মানুষের সহজ মুক্তির বিকাশের পথ নয়। সেটা গাঁটকাটার earning (রোজগারের) এর মত। যে যে দিক দিয়েই রোজগার করুক, একটা সমূহ হোমরা চোমরা, সেটাকে হোমরা চোমরা পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। একটা গাছে-পাকা, একটা জাকে-পাকা, একটা মুণ্ডরে পাকা। গাছে পাকা— সেটা অতি সুস্বাদু। এখানে বেশীর ভাগই জাকে আর মুণ্ডরে পাকা— সেটা বিস্বাদ। আমাদের বুঝ হবে পাকাপাকি বুঝ, গাছে পাকা বুঝ। আমরা হাত মেলাবো সেই চিন্তার দিকে। পিছে হাত রেখে রোজগার করে প্রাসাদ তৈরী করতে ঘৃণা বোধ করি। ঐ গুলো হোলো জাকে, মুণ্ডরে পাকা। আমাদের সেই গাছে পাকা দৃষ্টি নিয়েই আমরা এগিয়ে যাব। আকাশ বাতাস আলো জল যেমন মুক্ত— তা দিয়েই যখন আমদের মন— মনও আমাদের সেইরকম মুক্ত। আমাদের দৃষ্টি ও চিন্ত তদনুরূপ। আমরা অন্যায়ের কাছে মাথা নত ক'রব না। আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্যমকে আমরা কাজে লাগাবো— সেই মুক্ত আকাশে বিচরণের মত। এর মধ্যে যে কোন অন্তরায় আসবে— তাদের সরিয়ে দেব এবং এই অন্তরায়গুলোকে সরিয়ে দেবার কাজে আমরা সবাই ব্রতী হব। এবং বদ্ধপরিকর হয়ে আমরা এই প্রতিশ্রুতি নেব—যাতে আমরা সমূলে এগুলোকে সরিয়ে দিতে পারি। তা নাহলে এদের হাত হতে আর নিস্তার পাওয়া যাবে না। আমাদের জীবনের সমস্ত স্ফুরণের দ্বারে এরা অন্তরায় হয়ে রয়েছে। কি করে এদের আমরা বন্ধু বলে স্বীকার ক'রব? আর পারা যাচ্ছে না। সেই অন্ধকারের বদ্ধ ঘরে রেখে এরা আমাদের মারছে। এমনই আজ দেশের অবস্থা দাঁড়িয়েছে। চীৎকার করলেও ভয়ে কেউ এগিয়ে আসে না— কি জানি তাদের গলা যদি আবার টিপে ধরে। তবু আমরা হাসছি। কথা বলছি, সব কাজ করছি। সেই কথাই মনে হয়—কুঁজো খোঁড়া—তার এক পা দিয়ে ভর করে চলছে। সেও তার শত অসুবিধার মধ্যে সুবিধা করে নিচ্ছে।

অন্ধ, সেও দুটো মুঠ খাওয়ার জন্য দ্বারে দ্বারে চীৎকার করছে। সে যে দেখতে পায়না—কত বড় দুঃখ তার হওয়া উচিত। সেই আফশোষটাও মুছে যাবার উপক্রম হয়েছে। সেই অবস্থাটাও সে তার আয়ত্তে এনে ফেলেছে। আজ আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি! বোবা, অন্ধ, বধির—আজ আমাদের সমাজ ও দেশবাসী কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে! এ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে— এগুলিকে আমরা সহজ সুবিধা করে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। অন্ধ যতবড় প্রাসাদ করুক, সে তো দেখতে পারছে না— তার প্রাসাদের মূল্য কি? আমাদের দেশবাসীর মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন না হয় দুধে ঘিয়ে আর প্রাসাদের মত বাড়ী করে বাস করছে। তার পাশে বস্তী—একি চাঁদের কলঙ্কের মত নয়? ঐ দৌলতের বড়াই, এটা উপহাসের মতন। একটা অশিক্ষিত মহলে বড় বড় ইংরাজী বলা নিজের কাছে যেমন বিদ্রূপ বলে মনে হয়, সেরকম চারদিকে দারিদ্র্যের পরিবেশে-কাকের মুখে কমলার মত। এটা শ্লেষবিশেষ, অতি লজ্জাকর। কি করে এরা সমাজের বুকের উপর দাঁড়িয়ে এই লীলা করছে, আমরা দাঁড়িয়ে দেখছি ও সহ্য করছি। এখনও মাথায় আমাদের এগুলো চাড়া দিয়ে ওঠেনি। নাবালকের মাথা! চাড়া দিয়ে যদি সমানে উঠতো— এক নিমেষ লাগতো এ সমস্ত লোকগুলোকে ঠাণ্ডা করতে। এখন হচ্ছে ডাণ্ডার যুগ। ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে সবগুলোকে ঠাণ্ডা করা, তবেই হবে সত্যিকারের গঙ্গাস্নান। গঙ্গা স্নানের মাহাত্ম্য হোল সব পাপ হতে মুক্ত হওয়া। আমরা সেই স্নানই ক'রব যাতে সব পাপ হতে মুক্ত হতে পারি। সেইজন্য আসুন, সময় অনুযায়ী সবাই এসে গঙ্গার পাড়ে ভীড় করুন। একত্রে আমরা সবাই স্নান করি। এই গঙ্গাই হোল আমাদের মহৎ দৃষ্টান্ত। আমরা মুক্ত গঙ্গায় স্নান ক'রব। তবে মুক্তি অনিবার্য্য। দেশবাসী আজ পাপের গণ্ডীতে আটক রয়েছে। সেই পাপের কবল থেকে মুক্ত করতে হলে সেই মুক্তিস্নান দরকার। এই স্নানে চাই একনিষ্ঠ সংগঠন, সংগঠনে নিষ্ঠা।